

আমাদের পর্যটন ও আমাদের অঙ্গীকার

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে সজ্জিত আমাদের এই দেশ, বাংলাদেশ। এখানে যেমন আছে নদীর স্নেহ মমতা তেমনি আছে সাগরের ক্রোধ আর শাসন। এখানে পাহাড়ের চূড়ায় বসে মেঘ কে যেমন ছোঁয়া যায়, তেমনি পাহাড়ের অশ্রুসিক্ত ঝর্নার পাদদেশে খুঁজে নেওয়া যায় বাংলার মাটির এই অসীম স্নেহ। ইতিহাসের প্রতিটা পাতায় যেমন আছে অপরূপ বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তেমনি এই বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চে মিশে আছে অনেক নিদর্শন। এজন্য কবি বলেছেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি। সকল দেশের রাণী সেজে আমার জন্মভূমি"। এই ভূমিতে মিশে হারানো যায় নিজের স্বত্তা কে। এই ভূমির মাঝে খুঁজে পায় স্বপ্ন, আবেগ, স্তব্ধতা। তাইতো দূর দূরান্ত থেকে ভ্রমণের নেশায় মেতে উঠে দলে দলে তরুন প্রবীনরা এ প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক লীলাভূমিতে।

সৃষ্টিগত ভাবেই মানব মষ্টিষ্ক অনেক আবেগতাদিত। এই আবেগ তাদিত মন সর্বদা নতুনত্বের স্বাদ পেতে চায় কিংবা পেতে চায় নতুন পরিবেশ কিংবা নতুন রহস্য। তাইতো প্রতিনিয়ত ছুটে চলছে দিগন্তের পর দিগন্ত। পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠেছে নতুন এক শিল্প, নতুন এক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা যার নাম পর্যটন শিল্প। এই শিল্পের হাত ধরে আজ কত শত জাতি নিজেদের উন্নতির শিখড়ে নিয়ে গিয়েছে সেটা বলা বাহুল্য। এমনকি সভ্যতা গড়ে উঠেছে পর্যটন কে ঘিরে। তাইতো প্রত্যেক জাতি এখন মেতে উঠেছে পর্যটন শিল্পে উৎকর্ষ সাধনে। জাতিতে জাতিতে মেলবন্ধন, নিজেদের সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। এই শিল্পের হাত ধরে দূরত্ব যেমন কমেছে তেমনি কমেছে অর্থ নৈতিক বৈষম্য। এই শিল্পের হাত ধরেই ছুটে চলছে আগামীর সম্ভাবনা।

আমাদের পর্যটনঃ

আমরা জাতি হিসেবে যেমন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি অর্থনৈতিক, আর্থসামাজিক, সভ্যতার দিক থেকে তেমনি বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের পর্যটন শিল্প ও। বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের সাফল্য। আমাদের সফলতা কে ঘিরে বিশ্ব দরবারে ক্রমশ বাড়ছে আমাদের জাতির গ্রহনযোগ্যতা। এই দেশ নিয়ে বিশ্বের মানুষের ক্রমশ বাড়ছে কৌতুহল। এর থেকেই তৈরী হচ্ছে আমাদের পর্যটনের আগামীর সম্ভাবনা। ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আমাদের পর্যটন কাঠামো।

প্রাকৃতিকভাবে আমরা খুবই আশীর্বাদপুষ্ট বলা চলে। প্রকৃতি আমাদের কে দিয়েছে অনেক অমূল্য রতন। যে অমূল্য রতন আমাদের যেমন দিতে পারে অর্থনৈতিক

মুক্তি তেমনি দিতে পারে এক উজ্জ্বল সভ্যতা। আর তা সম্ভব একমাত্র পর্যটন শিল্পের হাত ধরেই।

আমাদের দক্ষিণে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার। ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের কোল ঘেষে গড়ে উঠা সমুদ্র সৈকত যা ভ্রমণপিপাসুদের দিয়েছে নিরঙ্কুশ স্নিগ্ধতা। এর থেকে খানিকটা সমুদ্র অতিক্রম করলেই পেয়ে যায় প্রবালের রাজ্য আর লাল কাকড়ার অভয়ারণ্য নামে খ্যাত সেইন্টমার্টিন দ্বীপ। যেখানে সমুদ্রের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়া যায় একান্ত মমতায়।

তাছাড়াও আমাদের রয়েছে আরও অগণিত ছোট বড় সমুদ্র সৈকত যেমনঃ কুয়াকাটা, পতেঙ্গা, পারকি ইত্যাদি। ঠিক যেন সমুদ্র জগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ আমরা।

আমাদের পাহাড়ের সৌন্দর্য ধরা দেয় তিন পার্বত্য জেলাতে যেমন, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান। পাহাড়ী ঝর্না আর সবুজে ঘেরা গিরিপথের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের সাথে মাটির সম্পর্ক। এই পাহাড়ে রয়েছে যেমন বিচিত্র রকমের মজাদার খাবার তেমনি বিচিত্র সংস্কৃতি। আদিবাসী ও উপজাতিদের মনমুগ্ধকর জীবন ব্যবস্থা জীবনে এনে দেয় পূর্ণতা। এখানে পাহাড়ের কোলে রয়েছে হ্রদ, জলাধার, সোয়াম্প ফরেস্ট, জল প্রপাত, স্রোতস্বিনী নদী আরও কত বৈচিত্র্য। এ যেন এমন এক স্বর্গ যেখানে প্রতিটি মূহূর্তই নতুন দিগন্তের আহবান। পাহাড় জুড়ে পাহাড়। এ যেন সারি সারি ছবির মত সৌন্দর্য। আরেকটু এগিয়ে আসলেই পাহাড় আর অগণিত ঝর্ণার সমারোহ মিলে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড আর মিরেশরাইয়ে। চট্টগ্রাম যেমন একদিকে পাহাড় দিয়ে আমাদের আগলে রেখেছে তেমনি অপর দিকে সমুদ্র দিয়ে আমাদের করেছে মুক্ত। এখানে পাহাড়ের কোল ঘেষে রয়েছে অগণিত সমুদ্র সৈকত।

এদেশে রয়েছে সবুজের ছায়ায় গড়ে উঠা অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ যার কোলে মাথা রেখে প্রশান্তির নিদ্রা ভবন করা যায় অনায়াসে।।।

এ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। এই সুন্দর বনের মায়াজালে বেড়ে উঠেছে পৃথিবীর একমাত্র রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অগণিত প্রজাতির জীব বৈচিত্র্য আর উদ্ভিদের সমারোহ মিলে গড়ে উঠেছে এক অপার্থিব সৌন্দর্য। যার কারণে এই সুন্দরবনের মাঝে গড়ে উঠেছে ভ্রমণের নেশা আর প্রকৃতিপ্রেমীর আবেগ। তাছাড়াও জীবজগৎ এর অনুসন্ধানকারীদের মূল আকর্ষণ এখন সুন্দরবন।

এছাড়াও রয়েছে সিলেটের মনোমুগ্ধকর এবং রোমাঞ্চ কর সব প্রাকৃতিক উপহার যেখানে মানুষকে টানে পরম স্নেহে। জাফলং এর চা বাগান, রাতারগুল এর

সোয়াম্প ফরেস্ট, বিছানা কান্দি, টাঙ্গুয়ার হাওর, সুনামগঞ্জ ইত্যাদি আরও কত যে মায়া এই সিলেট জুড়ে লিখে শেষ করা যাবেনা।।

এদেশের আনাচে কানাচে রয়েছে এরকম হাজারো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। যেন সৌন্দর্যে মোড়া একটি দেশ।।

আমাদের বাংলাদেশ ঐতিহাসিক ভাবেও সমৃদ্ধশালী। বাংলার যেমন মনোমুগ্ধকর ইতিহাস রয়েছে তেমনি রয়েছে হাজারে ঐতিহাসিক স্থাপনা। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মধ্যযুগীয় স্থাপত্য নিদর্শন গুলো। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, লালবাগের কেল্লা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনগম্বুজ মসজিদ, প্রতাপপুরের জমিদার বাড়ি, আওলিয়া পুরের নীলকুঠি, শ্রীফতলির জমিদার বাড়ি, নবরত্ন মন্দির, আটকবর, কুতুবশাহ মসজিদ, মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি ইত্যাদি।। কালের বিবর্তনে এরকম শত শত নিদর্শন আজও মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে।

তাছাড়াও এই বাংলায় রয়েছে আমাদের তৈরী নানান রকমের অবাককরা স্থাপত্য। কাপ্তাইবাঁধ, কাপ্তাই কৃত্রিম হ্রদ, জাতীয় স্মৃতিশৌধ, জাতীয় শহীদমিনার এবং অসংখ্য কৃত্রিম হ্রদ আর পার্ক ইত্যাদি

পর্যটন শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে করণীয়ঃ

আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশ তাদের পর্যটন শিল্পকে যতটা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে ততটা উচ্চতায় আমরা এখনো গমন করতে পারিনি।। আমাদের এখনো রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা।। এখনো আমরা পর্যটন শিল্পকে সফলতার মুখ দেখাতে পারিনি। এই শিল্পের হাত ধরে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা যে বিরাজ করছে সেই উপলব্ধিটা আমরা আমাদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারিনি এখনো।। তবে ক্রমশ আমরা এই শিল্পে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি। ক্রমশ আমরা এই শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হচ্ছি দিনে দিনে। সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছে এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে। জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেই অর্থনৈতিক ভাবে আমরা এগিয়ে যাব সমাহীন পরিসরে। এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে আমাদের কিছু ফলপ্রসূ পদক্ষেপ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আমরা যদি আধুনিক বিশ্বের পর্যটন শিল্পের দিকে তাকাই, তাহলে কিছু উপাদান আমরা দেখতে পাই যার ফলস্বরূপ তারা এই শিল্পের সফলতার দ্বারপ্রান্তে এখন।

তার মধ্যে কিছু আবশ্যকীয় উপাদান যা পর্যটন শিল্পের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে তা নিম্নে দেয়া হলঃ

১. যাতায়াত ব্যবস্থা

২. আবাসন ব্যবস্থা

৩. নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

৫. প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা

৬. গাইডলাইন ব্যবস্থা

এই উপাদান গুলো একটি পর্যটন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত। একটি পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান গুলোর উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হবে।

১. যাতায়াত ব্যবস্থাঃ

যাতায়াত ব্যবস্থার সাথে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে আছে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা। একটি দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর পর্যটন শিল্প সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি পর্যটন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গতিশীল করতে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থা করতে হবে আন্তর্জাতিক মানের। বিদেশী পর্যটক দের আকর্ষণ করতে গেলে তাদের সামনে আমাদের উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা তুলে ধরতে হবে। বিশেষ করে পর্যটন স্থান সমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে আলাদা বাজেটের ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তাঘাট, ব্রীজ, অবকাঠামো নির্মাণে আরও বেশী জোরদার পদক্ষেপ গ্রহন অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের এখনো অনেক পর্যটন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই সংকীর্ণ। তাই দিনে দিনে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যটক দের আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এতে আমাদের পর্যটন শিল্প থেকে রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতিকরনে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করা অতি জরুরী।

১. পর্যটন কেন্দ্রিক রাস্তাগুলো আধুনিকীকরণ।

২. পর্যটন কেন্দ্রিক রাস্তাগুলো সঠিক আইনের আওতায় নিয়ে আসা।

৩. লোকাল জনপদের রাস্তা থেকে পর্যটন কেন্দ্রিক রাস্তাগুলো আলাদাকরন।

৪. বিদেশী পর্যটক দের জন্য আলাদা আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা।

৫. বিদেশী পর্যটক দের রাস্তায় অহেতুক বিড়ম্বনা থেকে মুক্তিকরণ।

৬. রাস্তার সৌন্দর্য বর্ধিতকরণ।

৭. পর্যটন স্থানের সৌন্দর্য নষ্ট হয় এমন অযথা রাস্তা- ঘাট নির্মাণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. অবাঞ্ছিত ময়লা আবর্জনা তাৎক্ষণিক ভাবে পরিষ্কারকরণ।

যাতায়াত ব্যবস্থার এই পদক্ষেপ এর দরুন পর্যটন শিল্পে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব। সরকারী ভাবে এই উদ্যোগ গ্রহন করে প্রয়োজনীয় পর্যটন খাতে আলাদা অর্থ বরাদ্দ করে দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত। এতেই পর্যটন শিল্প খানিকটা সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাবে।

আবাসন ব্যবস্থা:

পর্যটন শিল্পের আরেকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আবাসন ব্যবস্থা। আমাদের আন্তর্জাতিক মানের আবাসন ব্যবস্থা তৈরী করতে না পারলে পর্যটন শিল্পে উন্নতি করা সম্ভবপর হবেনা।

বর্তমানে পর্যটন স্থানে গড়ে উঠেছে যত্রতত্র অসংখ্য হোটেল, মোটেল আবাসিক বাংলো। এদের নেই পর্যাপ্ত সুবিধা। অতি নিম্নমানের এসব আবাসিক হোটেলের কারনে দেশীয় পর্যটক যেমন ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে তেমনি বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ একদম কমে গেছে। সুবিধা অনুযায়ী মাত্রাতিরিক্ত মূল্য গুণতে হচ্ছে পর্যটক দের। একটি গোপন সিভিকিটের আওতায় পর্যটন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছে।

আমাদের থেকে অতি দ্রুত এই অসাধু আবাসন বাণিজ্য বন্ধ করে একটি সুশৃঙ্খল আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করে আবাসন ব্যবস্থার অনিয়ম নির্মূল করা সম্ভব ঃ

১. আন্তর্জাতিকভাবে স্টার চিহ্নিত হোটেলের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক স্ব স্ব হোটেলের সুবিধা গুলো নিশ্চিত করতে হবে।।

২. হোটেলের সুবিধা অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট গ্রহনযোগ্য মূল্য নির্ধারন করতে হবে।

৩. বিদেশী পর্যটক দের ক্ষেত্রে আলাদা আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. আবাসন ব্যবস্থা গুলোকে অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে।।

৫. বেশী করে ফাইবস্টার কিংবা সেভেনস্টার মানের আবাসন ব্যবস্থা তৈরী করার লক্ষ্যে সরকারী কিংবা বেসরকারী ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. পর্যটন স্থান থেকে আবাসন স্থানের মধ্যে নূন্যতম দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। পর্যটন স্থানের মধ্যে কোন আবাসনের ব্যবস্থা করা যাবেনা।
৭. স্থানীয় জনপদ থেকে পর্যটকদের আবাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে।
৮. আবাসনের সাথে সাথে উন্নত মানের খাবারের গুণগত মান সুনিশ্চিত করতে হবে।
৯. দেশীয় খাবারের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মানের সকল খাবার উপস্থাপন করা অতীব জরুরী।
১০. বিদেশী পর্যটক দের ক্ষেত্রে সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরন লক্ষ্যে এক বিশেষ টিম গঠন করতে হবে।

৩. নিরাপত্তা ব্যবস্থা:

নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যটন শিল্পের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ নিরাপত্তা কর্মী পর্যটন পুলিশ ফোর্স তৈরী করা হয়েছে সরকারী ভাবে। এই নিরাপত্তা কর্মীদের কে আরও জোরদার করতে হবে। পর্যটক দের জান মাল এর নিরাপত্তার উপর নির্ভর করবে আগামী দিনের পর্যটন শিল্পের সফলতা। ইমার্জেন্সি সিচুএশনে পর্যটক রা যাতে দ্রুত ফোর্সের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী পর্যটক দের নিরাপত্তা দানে ২৪ ঘন্টা ফোর্সের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া সবসময় পর্যটক দের সমস্যার কথা শুনে সেই অনুসারে সেবা দেয়ার লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। তাহলেই আমরা একটি উন্নত পর্যটন শিল্পের আওতায় নিজেদের নিয়ে আসতে পারব। এবং দলে দলে নিরাপদ ভ্রমণের লক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসবে মানুষ।

৪. স্বাস্থ্যব্যবস্থা:

পর্যটন খাতের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। পর্যটকদের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে প্রত্যেক পর্যটন স্থানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যটন স্থানে বিভিন্ন বয়সী বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন পরিবেশের পর্যটক দের আনাগোনা থাকে। মাঝে মাঝে খাবারের পরিবর্তনে কিংবা পরিবেশের পরিবর্তনের কারনে অনেক পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবশ্যই প্রত্যেকটি পর্যটন স্থানে বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা জরুরী। এবং ইমার্জেন্সী সিচুএশনে সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই আমরা পর্যটক দের মাঝে একটা ভরসার জায়গা সৃষ্টি করতে পারব। এভাবেই একটি

উন্নতমানের পর্যটন শিল্প আমরা গড়ে তুলতে পারব যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারবে।

৫. প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা:

বর্তমান বিশ্ব সম্পূর্ণ ভাবে প্রযুক্তি নির্ভর একটি বিশ্ব। এখানে প্রতিটা সেক্টরই এখন প্রযুক্তির সাথে মিশে গিয়েছে। মানুষ এখন ঘরে বসেই প্রযুক্তির সাহায্যে করে নিচ্ছে দৈনন্দিন কাজ। পর্যটন শিল্প ও এখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প হয়ে দাড়িয়েছে। প্রযুক্তিগত ভাবে আমাদের নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে হবে। নিম্নে প্রযুক্তিগত কিছু পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা হল:

১. পর্যটনের প্রতিটা রাস্তা এবং পর্যটকদের গাড়ি জিপিএস ট্র্যাকিং এর আওতায় আনতে হবে।

২. বাংলাদেশ পর্যটনের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট থাকতে হবে যেখানে পর্যটন সম্পর্কিত যেকোন তথ্য বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা সংগ্রহ করতে পারবে।

৩. আমাদের পর্যটনের সুবিধা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন পোর্টালে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. আবাসন ব্যবস্থার জন্য আলাদা ওয়েবসাইট তৈরী করতে হবে যেখান থেকে মানুষ প্রত্যেক হোটেলের সমস্ত সুবিধাগুলো সম্পর্কে জেনে অনলাইনবুকিং সিস্টেমের মাধ্যমে হোটেল নির্ধারন করতে পারবে ঘরে বসেই।

৫. খাবার সুবিধা সম্বলিত আলাদা ওয়েবসাইট তৈরী করা জরুরী যেখানে খাবার পরিবেশন হতে শুরু করে খাবারের গুণগত মান নিয়ে সমস্ত তথ্য থাকবে।

৬. আবাসন হলে বিভিন্ন প্রকার গেমিংজোন, জিম, স্পোর্টস এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. সমস্ত আবাসন এরিয়া ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৮. আবাসন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত ভাবে আধুনিকীকরণ

সম্পন্ন করতে হবে।

৬. গাইডলাইন ব্যবস্থা:

পর্যটন শিল্পের অতীবজরুরী একটি বিষয় হলো গাইডলাইন ব্যবস্থা। এই গাইডলাইন এর উপর নির্ভর করে একজন পর্যটক এর সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি। পর্যটকের সন্তুষ্টি মানে আরও অনেক পর্যটকের আগমন। এভাবেই পর্যটন শিল্প এগিয়ে যায়

সফলতার দ্বারপ্রান্তে। সঠিক গাইডলাইন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন দক্ষ জনবল।। আমাদের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজন একাডেমিকভাবে আমাদের তরুণদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী দান শুরু হয়েছে। এতে করে পর্যটন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি দক্ষ জনবল তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আরও প্রচুর জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী - বেসরকারী ভাবে বিভিন্ন সাময়িক কোর্সের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। দক্ষ জনবল কে সঠিক ভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশীয় পর্যটক দের গাইডলাইন ব্যবস্থা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে।। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রথম সারির ভাষা শিক্ষাদান কোর্স চালু করতে হবে। যেমন ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, জাপানি, এরাবিক ইত্যাদি ভাষায় আমাদের জনবলকে দক্ষ করতে হবে। এভাবেই আমরা আমাদের পর্যটন শিল্পের সঠিক গাইডলাইন ব্যবস্থা তৈরী করতে পারব।

উপরোক্ত সকল পদক্ষেপ সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলেই আমরা একটি উন্নত পর্যটন শিল্পের হাত ধরে অর্থনৈতিকভাবে সফল হতে পারব।

তরুণদের ভূমিকা:

একটি জাতির মূলত সকল শক্তির উৎস তরুণদের হাতেই থাকে। তরুণরাই মূলত জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি। বাংলাদেশ এখন একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। অর্থনৈতিকভাবে আমাদের যে ক্রমে ক্রমে সক্ষমতা বাড়ছে তার পিছনে মূলত রয়েছে তরুণ দের এক বিরাট ভূমিকা।। আমাদের তরুণরাই দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে সফল উদ্যোক্তা হতে হয়।। আমাদের তরুণরা দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে অর্থনীতিতে, প্রযুক্তিতে, প্রকৌশলীতে, সর্বস্তরে নিজেদের সক্ষমতা প্রকাশ করতে হয়। তেমনি করে পর্যটন শিল্পেও আমাদের তরুণ দের ভূমিকা অত্যধিক। তরুণরাই পারে এই পর্যটন শিল্পকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে। নিম্নে তরুণদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গুলো নিয়ে আলোচনা করা হল:

১. তরুণদের প্রধান দায়িত্ব নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তোলা যাতে আগামীর পর্যটন শিল্প কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে।

২. তরুণদের উচিত বিভিন্ন পর্যটন ভিত্তিক সেমিনার গুলোতে অংশগ্রহন করা কিংবা সেমিনার গঠন করা। তাহলে পর্যটন খাত এগিয়ে যাবে তরুণদের হাত ধরেই।

৩. তরুণদের উচিত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পর্যটন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা গুলো তুলে ধরা।। যাতে পর্যটন সম্পর্কে জনসাধারণ আরও বেশী সচেতন হতে পারে।

৪. বিশ্বের কাছে আমাদের পর্যটন ব্যবস্থা কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তরুনদের ভূমিকা হতে পারে অপরিসীম। তরুনরাই পারে ইউটিউব, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামের মত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোতে আমাদের পর্যটন স্থান গুলোর সৌন্দর্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে।

৫. তরুন রা তাদের স্ব স্ব পর্যটন স্থানে পর্যটক দের বিভিন্ন উপায়ে বিনোদিত করতে পারে যা দেশের পর্যটন শিল্পের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে।

৬. তরুনরাই পারে পর্যটন স্থান গুলোকে বিভিন্ন রং তুলি দিয়ে আমাদের ঐতিহ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সাজাতে তাহলে এ দেশী বিদেশী সকল পর্যটকদের মাঝে আমাদের একটি সম্ভাবনাময় ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে।

৭. তরুন রা গড়ে তুলতে পারে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রিক সংঘটন যেখানে তরুনরা সেচ্ছাসেবী হিসেবে পর্যটকদের সেবা নিশ্চিত করতে পারে।।

৮. দেশী পর্যটকদের নিরাপত্তা দানে তরুনদের ভূমিকা থাকবে অপরিসীম। তরুনদের একটি টিম গঠন করতে হবে যাতে নিজ নিজ এলাকায় পর্যটকদের বিভিন্ন বিপদের সময়ে পাশে থাকতে পারে।

৯. পাহাড়ে ট্র্যাকিংরত পর্যটকদের দিক নির্দেশনা কিংবা প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিষ যোগান দেওয়ার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০. পর্যটকদের বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সারঞ্জাম, ঔষধ, ফার্স্টএইড বক্স প্রদানের মাধ্যমে তরুনরা ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে পর্যটন শিল্পের ভাবমূর্তি হবে আকাশচুম্বী।

১১. দেশীয় পর্যটকদের পর্যটন স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, অযথা প্লাস্টিক ব্যাগ কিংবা প্যাকেট না ফেলা। পর্যটন স্থানে প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন না করা, ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করার জন্য পর্যটন হেল্পডেস্ক নামক কর্মসূচি গ্রহন করতে পারে একমাত্র তরুনরাই।

১২. পর্যটন স্থানের অযাচিত ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে একমাত্র তরুনরাই।

একমাত্র তরুনরাই পারে নিজেদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি গানে গানে সুরের টানে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে যাতে বিশ্বের মানুষ অপরূপ বাংলার রূপের টানে নিজেকে বিমোহিত করতে ছুটে আসে এই বাংলার প্রান্তরে এবং দিয়ে যায় আমাদেরকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

পরিশেষে বলা যায় এ দেশের নবীন, তরুন, প্রবীন প্রত্যেকেরি নিজ নিজ জায়গা থেকে একটু একটু করে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পকে উচ্চ সীমানায় নিয়ে যাওয়া একনিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য। হয়তো এর হাত ধরেই আমরা দারিদ্র্য সীমাকে পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারব। এর ছোঁয়ায় জীবন মানের উন্নতি হবে আমাদের। বিশ্বে একটা সভ্য জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাড়াতে পারব। আসুন আমরা আমাদের পর্যটন কে অনেক ধাপ উপরে নিয়ে যাওয়ার শপথ করি।।।